R. N. No. 2532/57　　Phone : 66228 (Press). 67228 (Resi.)/STD 03483　　Regd. No.—WE/MSD- 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং— ১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
২রা আগষ্ট, ২০০০ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

বিদ্যুৎ পর্ষদের অভিযানে ধরা পড়েছে বেশ কিছু বিদ্যুৎ চোর

বিশেষ প্রতিবেদক : গত জুন মাস থেকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও শুরু হয়েছে বিদ্যুৎ চুরির বিরুদ্ধে সাঁড়াশী অভিযান। খোদ কলকাতা বিদ্যুৎ ভবনের নির্দেশে জেলার ডিভিসন্যাল ইঞ্জিনীয়ার পুলিশের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন দিনে মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে এই তল্লাসীর ফলে ধরা পড়েছে ছোট বড় বহু বিদ্যুৎ চোর। এই অভিযানে ডি ই-র সঙ্গে থাকছে পুলিশ সুপারের ফোর্স, সংশ্লিষ্ট থানার একজন অফিসার এবং ব্লকের ষ্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের ষ্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট মানস বাগচি জানান, এলাকায় বিভিন্ন দিনে রেড-টিমের সঙ্গে তিনি থেকে বহু অবৈধ সংযোগ কেটে দিয়েছেন। অবৈধ হুকিং, একটা মিটার থেকে পাড়ার বহু বাড়ীতে বিদ্যুৎ ভাড়া দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে ৩৯নং ধারায় কেস দিয়ে অনেককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের লাইট, ফ্যান, টিভি প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করে থানায় জমা দেওয়া হচ্ছে। এবং সংযোগকারীদের বকেয়া বিলের টাকা জরিমানাসমেত মিটিয়ে দিলে এবং নতুন মিটার বসালে তবেই নতুনভাবে লাইন দেওয়া হবে বলে জানা যায়। তবে যাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু হয়েছে, সে সব মামলা না মেটা পর্যন্ত সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া সম্ভব হবে না। এই অভিযানে রঘুনাথগঞ্জ-১নং ব্লকের জরুর, বাড়ালা, বাণীপুর, মঙ্গলজন, উমরপুর, নওদা, বালিঘাটা, গুজিরপুর, আইলের উপর, জগদানন্দবাটী, কাঁকুড়িয়া প্রভৃতি ছাড়াও শহরের ফুলতলা এলাকায় বহু বিদ্যুৎ চোর ধরা পড়েছে। এ ব্যাপারে যাতে কোন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না হয় (শেষ পৃষ্ঠায়)

যুব কংগ্রেসের বন্‌ধে সরকারী কর্মীদের অনুরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩১ জুলাই যুব কংগ্রেসের ডাকা বন্‌ধ সফল করলো সরকারী কর্মীরা নিজেরাই। জেলা বা প্রদেশ কংগ্রেসের সমর্থন না থাকা, এমনকি বীরভূমের নানুরে তৃণমূল কর্মীরা খুন হলেও বন্‌ধকে তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধিতা করলেও বিধায়ক পরেশ পালের ডাকা যুব কংগ্রেসের বনধে সহযোগিতা করলো এক শ্রেণীর সরকারী কর্মী। শহরে কোথাও কোথাও যুব কংগ্রেসের সমর্থকরা অফিস গেটে থাকলেও বেশিরভাগ জায়গায় কংগ্রেসের পতাকাই গেটে ঝুলেছে। 'বনধ' এর ছুটি উপভোগ করা নিয়ে ২৯ জুলাই থেকে সরকারী কর্মীদের তৎপরতা লক্ষ্য করার মতো। জীবন বীমা নিগমের এক কর্মীকে গত ২৯ জুলাই প্রকাশ্য রাস্তায় যুব কংগ্রেসের জনৈক নেতাকে বনধের দিন সময়মতো অফিস চত্বরে যাবার অনুরোধ করতেও দেখা গেল। স্কুল কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা কষ্ট করে আর স্কুল পর্যন্ত যাবার প্রয়োজন মনে করেননি। বন্ধ ছিল ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস, মহকুমা শাসক দপ্তর, পুরসভাসহ শহরের প্রায় সব সরকারী প্রতিষ্ঠান। অথচ বাজারহাট ছিল স্বাভাবিক। কোথাও বনধকে ঘিরে কোন অশান্তিরও খবর নাই। কোন পক্ষকেই বন্‌ধ সফল বা ব্যর্থ করতে জোর জবরদস্তিতে নামতে দেখা যায়নি। এত সহজে বন্‌ধ সফল হওয়ায় যুব কংগ্রেসের এক কর্মীর সরসিক মন্তব্য, এরপর বন্‌ধ হলে অফিস কাছারির কর্মীদের বাড়ীতেই আমরা আগের দিন সন্ধ্যেয় (শেষ পৃষ্ঠায়)

অনুত্তীর্ণের খবরে আত্মহত্যা করল উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তীর্ণ এক ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিকে কলা বিভাগের ছাত্র পবন সরকার বন্ধুদের কাছে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণের খবর পেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল গত ২০ জুলাই রাতে। কিন্তু সে অনুত্তীর্ণ হয়নি। স্কুল সূত্রে জানা যায় সাগরদীঘি ব্লকের কান্তনগর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সুধাংশু সরকারের ছেলে পবন এ্যাডিশনাল (ইকনমিক্স) পরীক্ষা না দিলেও ৩৩৫ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু নিজে স্কুলে না এসে বন্ধুদের কাছ থেকে তার অনুত্তীর্ণের খবর পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে এবং গ্রামের বাড়ীতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে।

পথ দুর্ঘটনায় সামসেরগঞ্জ থানার তিন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু

ধুলিয়ান : গত ২৮ জুলাই রাতে ধুলিয়ান নতুন ডাকবাংলোর কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কে টহল দেবার সময় উত্তরবঙ্গ পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে দুর্ঘটনায় সামসেরগঞ্জ থানার তিন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয় ও দু'জন গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহত দু'জনকে বহরমপুর এন জি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা যায় ঐ দিন রাত ১টা নাগাদ মালদাগামী ষ্টেট বাসটি পুলিশের জীপকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে মারা যান দু'জন এন ভি এফ মুজিবর রহমান (৪০), আবদুল মান্নান (৩৮) এবং ড্রাইভার সমীর সর্দার (২১)। জখম হন সাব-ইন্সপেক্টর (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ জিঘাংসা বর্দ্ধমান ॥

পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলার বেশ কিছু অঞ্চলের মানুষ হত্যালীলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া মেদিনীপুর জেলার কেশপুর, গড়বেতা, পাঁশকুড়া, বাঁকুড়ার কোন কোন জায়গায়, বর্ধমান জেলার কোথাও কোথাও নির্বিচারে খুন-জখম চলিয়াছে। বোমা, পিস্তল, বন্দুক মুড়ি-মুড়কির মত লোকেদের হাতে হাতে। গ্রামাঞ্চলে যুযুধান পক্ষগুলি যেমনভাবে পারিতেছে, হত্যার নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছে। যে গ্রামে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের আধিপত্য রহিয়াছে, সেখানে অন্যদলের মানুষ ঘরছাড়া হইতেছে, খুন হইতেছে, জখম হইতেছে। তাহাদের সম্পত্তি লুট হইতেছে; ঘরবাড়ী-ধানগোলা ভস্মীভূত হইতেছে। পুলিশ স্থানবিশেষে নির্বিকার দর্শক হইয়া রহিতেছে বলিয়া অভিযোগ করা হইতেছে। রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃস্থানীয়েরা পারস্পরিক দোষারোপ করিতেছেন এবং স্বদলীয় সমর্থকদিগকে নাকি নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। 'শান্তির ললিতবাণী' শুনাইবার আয়োজন হইলেও তাহা ব্যর্থ পরিহাসে পর্যবসিত হইতেছে। সকল পক্ষই নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া নিজেদের কর্মধারাকে শক্তপোক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টিত। যে কোনও পক্ষের সমর্থকেরা বিরোধীপক্ষীয় সমর্থকদিগকে ডাকাতবাহিনী, গুণ্ডাবাহিনী প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিয়া নিজেদের কাজকে (খুন, জখম, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি) যুক্তিযুক্ত বলিয়া সোচ্চার হইতেছেন।

এইভাবে এই রাজ্যে ব্যাপক আকারে 'নরমেধ' যজ্ঞ সম্পন্ন হইতেছে। তবে খুব সম্প্রতি হত্যালীলার অভিনব সংযোজন দেখা গেল। গত বৃহস্পতিবার বীরভূম জেলার নানুর থানাধীন সুচপুর গ্রামে নরহত্যার অনুষ্ঠান অত্যন্ত রোমহর্ষক পর্যায়ে দাঁড়াইয়াছে। খবরে প্রকাশ যে, জমিতে কর্মরত মানুষগুলিকে তুলিয়া একটি ঘরে আটকাইয়া রাখা হয় এবং এক একজনকে বাহির করিয়া আনিয়া টাঙ্গি-বল্লম ও গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। এইরূপে এগারোজনকে হত্যা করা হয়। নিহতেরা তৃণমূল কংগ্রেসের লোক এবং হত্যাকারীরা সিপিএম-এর বলিয়া জানা যায়।

ঘটনার পরে উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীরা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আসিতে থাকেন। অতঃপর 'চাপানউতোর' পর্ব চলিল। কোনও পুলিশ অফিসার মন্তব্য করিলেন যে, ইহা রাজনৈতিক জিঘাংসা; হত্যাকারীদের সমর্থকেরা বলিলেন যে, ভাড়াটিয়া ডাকাতদল সংঘর্ষে মারা পড়িয়াছে। কিন্তু এমন কোনও স্থান দেখা যায় নাই যেখানে সংঘর্ষ হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিত হওয়া যায়। তাই কেহ কেহ ইহাকে পরিকল্পিত হত্যা বলিতেছেন।

হত্যার ভয়াবহতা ও পৈশাচিকতায় নানুরের ঘটনা অন্যান্য স্থানের সাম্প্রতিক ঘটনাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ইহা কেবল বর্ধমান জেলার সাঁইবাড়ীর হত্যার সহিত কিছুটা তুলনীয় হইতে পারে। জনরোষ প্রশমিত করিতে হয়ত কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; পরে হয়ত প্রমাণাভাব বলিয়া বেকসুর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু যে অশান্তির আগুন বীরভূমের নানুরে জ্বলিল, তাহা সন্নিহিত জেলা মুর্শিদাবাদকে স্পর্শ করিবে কিনা কে জানে! শাসকপক্ষ স্বীকার না করিলেও পশ্চিমবঙ্গে আজ শান্তি-শৃঙ্খলা নাই; আছে সংঘর্ষ, খুন-জখম, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি আর পৈশাচিক উল্লাস।

জান-জওয়ান-যুদ্ধ

হরিলাল দাস

যুদ্ধের মহিমা। জওয়ানরা চাকরি করেন। অন্য চাকরিতে কাজ না-করলে কী হয়? ফৌজি চাকরিতে গলতি হলে জান যায়; নিজেকে বাঁচাতে হয় মার, না হয় মর। এরই নাম যুদ্ধ—প্রাণ দিয়ে দেশ রক্ষার চাকরি। মারা যাবার পর ক্ষতি পূরণ প্রাপ্য টাকায়।

বাজার থেকে পশু কিনে তাকে বলি বা কুরবানি দিয়ে পুণ্য ও নেকি অর্জন করি আমরা। জওয়ানদের জান বলি দিয়ে দেশনেতারা বিজয় হাসিল করেন। আহা যুদ্ধের কী মহিমা।

প্রাচীন ভারতে লোকায়ত দর্শন, চার্বাক বলেছেন—যদি জীব বলি দিলে মুক্তি মেলে, তা হলে নিজ পিতামাতাকে লোকে বলি দেয় না কেন?

১৯৯৯—২৬শে জুলাই, কারগিল যুদ্ধ জয়: তারই স্মরণে দেশনেতারা বিজয় সমারোহে করলেন বক্তৃতা উৎসব বৎসরান্তে। বাহবা দেয়া ছাড়া আমার আপনার কী করার আছে?

আছে, জনগণের কিছু প্রশ্ন করার আছে।

(১) কারগিল যুদ্ধে ৪২৪ জওয়ান জান দিয়েছেন, ১৩৬৩ জন জখম-পঙ্গু হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কতজন যুদ্ধগৌরব প্রসাধক দেশনেতা মন্ত্রি পরিবারের?

(২) নড়বড়ে প্রতিরক্ষা ভেদ করে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র রসদ নিয়ে বিদেশি বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। তাদের হটিয়ে দিতে হিমসিম বিমান-কামান যুদ্ধ কারগিলে। একে জয় বলা কেন? কী জয় করেছি, প্রাণ দিয়ে, বহু কোটি টাকার বিনিময়ে?

(৩) সাংসদদের ক্লিন্টন সাহেব কেন বলে গেলেন পাকিস্তানকে সরে যাওয়াতে তাঁর দেশের ভূমিকা ছিল?

(৪) কারগিল রিভিউ কমিটি যে সব গলদ ধরিয়ে দিয়েছেন তারপর মন্ত্রিরা বিজয় উৎসবে বক্তৃতা করেন কোন্ মুখে?

দেশবাসীকে ধোঁকা দিতে যুদ্ধবাজ দেশপ্রেম রাষ্ট্রনায়কদের আদিম বর্বরতা, এবং ভারতেও।

মালডোবা হাই স্কুলে আরবী উঠে যাওয়ায় ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের মালডোবা হাই স্কুলে প্রায় বছর পাঁচেক আগে আরবী শিক্ষক নুরুল হক অবসর নেওয়ার পর সেখানে ঐ বিষয় পড়ানো বন্ধ হয়ে গেছে। কোন আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ বা অবসরপ্রাপ্ত নুরুলবাবুকে পুনরায় সাম্মানিক দিয়ে ঐ স্কুলে নিয়োগের ব্যাপারে ছাত্রদের দাবীও নাকি প্রধান শিক্ষক মানেননি। প্রধান শিক্ষক সুশান্ত দাস ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্কৃত পড়তে চাপ দেওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছিল আরবী পড়ুয়া মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত এনিয়ে স্কুলে হিন্দু-মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ঝামেলা ও প্রধান শিক্ষকের একগুঁয়েমির অবসান হলো গত ১৯ জুলাই রঘুনাথগঞ্জে সিপিএম পার্টি অফিসে জোনাল সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর মধ্যস্থতায়। ছাত্রছাত্রীরা আরবী বা হিন্দি যে কোন একটি বিষয় স্কুলে চালুর দাবী জানালেও স্কুলে কোন ম্যানেজিং কমিটি না থাকায় তার কোন সুরাহা হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত সুশান্তবাবু আগামী সেসনে পার্টটাইম আরবী শিক্ষক নিয়োগের আশ্বাস দিলে ছাত্র অসন্তোষ মিটে যায়। প্রসঙ্গত জানা যায়, গত দু'বছর আগে বিজ্ঞান বিভাগে মোটা টাকা ডোনেশন নিয়ে সুমন্ত তৈলঠার নিয়োগ হলেও আরবীর কোন শিক্ষক নিয়োগ হয়নি।

সর্পাঘাতে দু'জনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা: সাগরদীঘি ব্লকের চাঁদপাড়া গ্রামের সারফুল সেখকে গত ২৮ জুলাই সাপে কামড়ালে তাঁকে বাঁধন দিয়ে মনিগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এনে সেখানে ডাক্তার বা অন্যান্য কর্মী কাউকে পাওয়া যায় না। আত্মীয়-স্বজনরা দিশেহারা হয়ে রঘুনাথগঞ্জ আনার পথে পাঁচনপাড়ায় সারফুলের মৃত্যু হয়। এর দু'দিন আগে বালিয়া গ্রামের নজরুল ইসলাম নামে দশ বছরের একটি ছেলে সর্প দংশনে মারা যায়।

মদ্যপ অবস্থায় পিটিয়ে হত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের মির্জাপুর দক্ষিণপাড়ার মিস্ত্রী হেমব্রম ও তাঁর স্ত্রী গত ২১ জুলাই সকালে কাজের সন্ধানে অন্যত্র যাবার পথে নওদা গ্রামে ঐ গ্রামের কবিরুদ্দিন সেখ মদ্যপ অবস্থায় তাদের বাধা দেয় ও কোন কারণ না জানিয়ে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারতে শুরু করে মিস্ত্রীকে। এর ফলে কানের নীচে প্রচন্ড আঘাত লেগে মিস্ত্রী হেমব্রম ঘটনাস্থলে মারা যান। পুলিশ কবিরুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয়।

মহকুমায় ধরা পড়লো বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র, গুলি ও বোমার মশলা—গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে পুলিশ অস্ত্রশস্ত্র, গুলি ও বোমা তৈরীর প্রচুর মালমশলা উদ্ধার করেছে। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ফরাক্কা থানার ওসি অর্জুনপুরের কুখ্যাত অপরাধী মুশা সেখ ওরফে জিয়াউলকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে একটি পাইপগান ও বেশ কিছু গুলি উদ্ধার হয়। জানা যায় ঐ এলাকার বাস ডাকাতি, ছিনতাই, খুন প্রভৃতি বেশ কিছু অভিযোগ আছে মুশার বিরুদ্ধে। অন্যদিকে সাগরদীঘি থানার তাঁতিবিড়ল গ্রাম থেকেও পুলিশ গভীর রাতে হানা দিয়ে বাকের সেখ ও তার এক সাকরেদকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের কাছে ১২ ঘরার একটি পিস্তল ও ৩ কেজি বোমা তৈরীর মশলা উদ্ধার হয়। ৩৪নং জাতীয় সড়কে বাস ডাকাতিই এদের প্রধান পেশা ছিল বলে জানা যায়।

তপশীল সার্টিফিকেট আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের বিডিও স্বরূপ সিকদার অনুসন্ধান চালিয়ে পাটকেলডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে চালতাবাড়ী গ্রামের গঙ্গারাম সরকারসহ তাঁর সাত ভায়ের তপশীল সার্টিফিকেট আটক করেছেন। ১৯৭৮ সালে জঙ্গিপুর এসডিও অফিস থেকে এঁরা বিন্দ জাতি পরিচয় দিয়ে এই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানা যায়।

ভি পি সিংয়ের চিকিৎসায় কেন্দ্র ৭ কোটি ১৮ লাখ টাকা খরচ করেছে

বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র, কলকাতা—প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংয়ের চিকিৎসার জন্য গত চার বছরে কেন্দ্রীয় সরকার মোট ৭ কোটি ১৮ লাখ টাকা খরচ করেছেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এন-টি সম্মুগম রাজ্যসভায় এক লিখিত জবাবে একথা জানান। তিনি বলেছেন শ্রী সিং যে দুরারোগ্য রোগে ভুগছেন তার উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা ভারতে না থাকায় তাঁকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য নিয়মিত পাঠাতে হয়। খরচের একটা বড় অংশ ব্যয় হয়েছে বিদেশে যাতায়াত, হোটেল ও তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের জন্য। শ্রী সিংয়ের জন্য বাৎসরিক সরকারী ব্যয় হয়েছে, ১৯৯৬-৯৭ সালে ১,১৭,৩৪,৭০৭, ১৯৯৭-৯৮তে ১,১৫,২৫,৩৭৬, ১৯৯৮-৯৯তে ৩,০৪,৪০,৯৫০ এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে ১,৮১,৩৯,০৫০ টাকা।

আফিডেবিট

আমি Tapas Kumar Singha alias Tapas Kumar Sinha, পিতা Nabani Singha alias Sinha, গ্রাম ও পোঃ রাজানগর, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ একই ব্যক্তি প্রমাণে গত ১২-৭-২০০০ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করিলাম।

বন্ধু কর্ণার
অসিত বারিক
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা
ফোন নং—৬৭৫৫৫

বসত বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ সুকান্ত পল্লীতে দুই দিকে পুরসভার রাস্তার উপর ৪½ শতক জমিসহ একতলা বাড়ী (তিনতলা ভিত) ৪টি বেডরুম, কিচেন, টয়লেট তিনদিকে গ্রীল বারান্দা। প্রকৃত সক্ষম ক্রেতা যিনি শীঘ্র ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, একমাত্র তিনিই যোগাযোগ করিবেন। কোন দালাল যোগাযোগ করিবেন না।

শ্রীপরেশচন্দ্র সরকার, সুকান্তপল্লী
রঘুনাথগঞ্জ অরবিন্দ ভবনের পিছনে

সেলসম্যান প্রয়োজন

রেডিমেড পোষাকের কাজ জানা ভাল স্মার্ট সেলসম্যান চাই।

যোগাযোগ করুন ঃ—আশীষ জৈন, মহাবীর বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা, ফোন ৬৬২২৩

পালস পোলিও কর্মসূচী সফল করুন

পালস পোলিও নির্মূলকল্পে ২০০০—২০০১ সালের পোলিও

টিকাদান কর্মসূচী ঃ—

২৪শে সেপ্টেম্বর—২০০০
৫ই নভেম্বর—২০০০
১০ই ডিসেম্বর—২০০০
২১শে জানুয়ারী—২০০১

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং—২৬৯ (৩১) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং—২৯-৬-২০০০

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

বাবুবাজার, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ

স্মারক সংখ্যা ঃ ২১৭ তারিখ ২৭-৭-২০০০

বিজ্ঞপ্তি

রঘুনাথগঞ্জ-২ সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন প্রকার শিশুখাদ্য, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় এবং ভান্ডাররক্ষকসহ শিশু খাদ্য সরবরাহকারী নিয়োগ করা হইবে। বিশদ বিবরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার সাত দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষর—দীনবন্ধু সাহা
শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
রঘুনাথগঞ্জ-২ শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প

বড় ডাকঘর আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে ঘুরে গেলেন পি এম জি

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৮ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ বড় ডাকঘরের আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে ডাকঘর পরিদর্শন করে গেলেন পশ্চিমবঙ্গের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল পি কে চ্যাটার্জী। সঙ্গে ছিলেন জেলার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অম্বুজাক্ষ মুখার্জী এবং পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের বিল্ডিং ডিভিসনের চিফ ইঞ্জিনীয়ার। ডাকঘরে কম্পিউটার বসিয়ে গ্রাহকদের দ্রুত পরিষেবা দেওয়া যায় কিনা তা সরজমিনে তদন্ত করে গেলেন পি এম জি শ্রীচ্যাটার্জী। এ ব্যাপারে চার লক্ষ টাকা খরচেরও আশ্বাস দেন তিনি।

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে ফরাক্কা এন টি পি সি

স্থানীয় সংবাদদাতা : গত ১৭ জুলাই এন টি পি সির ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার বাল্মিকী প্রসাদ, এ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার (ও এণ্ড এম) এ, কে, চক্রবর্তীসহ উচ্চ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে পি টি এস এলাকায় সপ্তাহব্যাপী এক বনসৃজনের কর্মসূচী পালিত হয়। ২৩ জুলাই নবারুণেও এই একই ধরনের কর্মসূচী নেওয়া হয়। এন টি পি সি সূত্রে জানানো হয়েছে পাঁচ হাজার ঔষধি গাছসহ এ বছর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও তার সন্নিহিত এলাকাতে 'সবুজ বৃত্ত' গড়ে তোলার লক্ষ্যে দশ হাজার চারাগাছ লাগানো হবে।

তিন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর)

কলিদাস রায়চৌধুরী ও কনষ্টেবল সুবোধপ্রসাদ ভকত। সাবইন্সপেক্টর কালিদাসবাবুকে বহরমপুর থেকে কলকাতা পি জিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলিশ এখনও বাসটির কোন হদিশ করতে পারেনি বলে জানা যায়।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সব রকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬৬২২৮

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | *ধনঞ্জয় কাদিয়া* ম্যানেজার | *অচিন্ত্য মনিয়া* সম্পাদক

বিদ্যুৎ পর্ষদের অভিযানে ধরা পড়েছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

সে ব্যাপারে আগেই ব্লকে সভা করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে শ্রীবাগচী জানান। তিনি বলেন বিদ্যুৎ ব্যবহারে পুকুর চুরির জন্য সরকার প্রচুর রাজস্ব বাবদ আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। এই অবৈধ সংযোগ কাটার ফলে উমরপুরের সাব-ষ্টেশনে ৩৩০০০ ও ১১০০০ লাইনের উপর চাপ অনেক কমেছে। ফলে বিদ্যুৎ এর সর্বোচ্চ চাহিদার সময়েও পর্ষদ বর্তমানে ঠিকভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে পারবে বলে ষ্টেশন সুপারের বিশ্বাস। এদিকে জনসাধারণের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ চুরি রুখতে পর্ষদের হঠাৎ এই অভিযানে নানা ধরনের বাড়াবাড়ির অভিযোগ তোলা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই মিটার খারাপ থাকার কারণে গৃহস্থকে হেনস্থা করা হচ্ছে। এ খবরও রয়েছে পুরনো মিটার খারাপ থাকায় নতুন মিটার চেয়ে দু' তিন বছর আগে আবেদন করেও মিটার পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে বর্তমানে তাঁদের বিদ্যুৎ সংযোগ নির্বিচারে কাটা হচ্ছে। সম্প্রতি ফুলতলার অন্ধ মহঃ মহসিন এক লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন গত ২২ জুলাই তাঁর বাড়ীতে ঢোকার আগেই বিদ্যুৎ বিভাগ তাঁর লাইন কেটে দেয় ও পরে বাড়ীর মিটার কেন ঘুরছে না তা নিয়ে অশালিন ব্যবহার করে। তাঁর অসুস্থ স্ত্রী বর্তমানে আলো পাখাহীন অবস্থায় বাড়ীতে রয়েছেন। শহরের বিভিন্ন অংশ থেকেও এ ধরনের একাধিক অভিযোগ আসছে।

সরকারী কর্মীদের অনুরোধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

একটা করে দলীয় পতাকা পৌঁছে দেব। অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ বন্ধ পালনের জন্য জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিকাশ নন্দ ও রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি নুর ইসলাম শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।